সমকাল

তারিখ 23 NOV 2013 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি বন্ধ করতেই হবে

মো. আবু সালেহ সেকেন্দার

রাজনৈতিক অস্থিরতায় সামগ্রিক শিক্ষা কার্যক্রম বিপর্যস্ত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতক সম্মান শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা নিয়মিতই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে অংশ নিচ্ছে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক লাখ লাখ শিক্ষার্থী। তবে ওই ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলে কতটুকু মেধার প্রতিফলন থাকছে সে বিষয়টি প্রশ্ন সাপেক্ষ। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে যে ভয়াবহ ডিজিটাল জালিয়াতির তথ্য পেয়েছি, তা আমাদের এমন আশঙ্কা প্রকাশে বাধ্য করছে।

মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের একমাত্র আশ্রয়স্থল বিশ্ববিদ্যালয়। তারা সারাজীবন সাধনা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ভর্তি প্রস্তুতি গ্রহণে মনোনিবেশ করে। দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায় শেষে কোনো এক অজপাড়াগায়ের জীর্ণ কুটির থেকে অথবা এই যান্ত্রিক শহর ঢাকার মেস থেকে ছুটে আসে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান এসব শিক্ষার্থীর চোখে-মুখে স্বপ্ন খেলা করে। তারা মনকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়- এই তো আর মাত্র কয়েকটি দিন। ভর্তি পরীক্ষা শেষেই স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ঠেকায় কে! কিন্তু তাদের সেই স্বপ্ন যদি শেষ পর্যন্ত বাস্তবে রূপ না পায়, টাকা আর ক্ষমতার দাপটের কাছে যদি হার মেনে যায়; তবে এ লজ্জা লুকাব কোথায়?

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ডিজিটাল জালিয়াতি বন্ধ করা কঠিন কাজ নয়। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদিচ্ছাই যথেষ্ট। প্রধানত তিনটি মাধ্যমে এই জালিয়াতি হতে পারে। এক. প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে; দুই. পরীক্ষা চলাকালীন ভর্তি পরীক্ষার্থীর কাছে মোবাইল ফোনের এসএমএস বা ডিজিটাল ঘড়ি কিংবা অন্য কোনো ডিজিটাল ডিভাইসের

মাধ্যমে অথবা পরীক্ষার হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শকের সহায়তায় সঠিক উত্তর সরবরাহ করে; তিন. ওএমআর রিডের সময় পরীক্ষার্থীর পূরণকৃত ওএমআরের পরিবর্তে সঠিক উত্তরপত্র সংবলিত ওএমআর রিডের জন্য প্রদান করে অথবা পূর্ব থেকে বলে দেওয়া ওএমআরএ সঠিক উত্তরগুলো রিডের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা পূরণ করার মাধ্যমে।

ভর্তি পরীক্ষার ডিজিটাল জালিয়াতি রোধে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই নেওয়া এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ফলের ভিত্তিতে যতজনের ভর্তি পরীক্ষা ক্যাম্পাসে নেওয়া সম্ভব ততজনকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান অথবা জাহাঙ্গীরনগর ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কয়েকটি শিফটে একই মানের প্রশ্নপত্র দিয়ে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র চিহ্নিত করে ওই কেন্দ্রগুলোয় পরীক্ষা গ্রহণ না করা। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা কলেজকে চিহ্নিত করে ওই কেন্দ্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। অন্য ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হোক। তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের প্রতিটি কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী পরিদর্শক টিম প্রেরণ এবং ওই টিম কর্তৃক পরিদর্শক ও শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার, কেন্দ্র বাতিল করার ক্ষমতা প্রদান। চতুর্থত, মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে পরীক্ষা চলাকালীন যে কেন্দ্রগুলোয় পরীক্ষা হচ্ছে, ওই এলাকায় মোবাইলে এসএমএস প্রেরণ ও গ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করা এবং পঞ্চমত, যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ : উত্তরপত্র বা ওএমআর রিডিংয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। যে কেউ চাইলেই যেন তার পছন্দের প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করতে ওএমআর পরিবর্তন বা ওএমআরএর অপূরণকৃত বৃত্তগুলো সঠিক উত্তর দ্বারা পূর্ণ না করতে পারে, সে কারণে ওএমআর রিডের পুরো প্রক্রিয়া সিসিটিভির আওতায় আনতে হবে। এছাড়া ভর্তি পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোয় নেতা-পাতিনেতারা ক্ষমতার দাপটে কোনো পরীক্ষার্থীকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দিতে না পারে, সে বিষয়ে দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

অনিয়ম-দুর্নীতির কালো থাবা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি প্রক্রিয়া বরাবরই রক্ষা পেয়েছে। দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়তো ঘটেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা একেবারে ঘটেনি বললেই চলে। তবে সাম্প্রতিক ডিজিটাল ভর্তি কেলেঙ্কারিগুলো আমাদের এই আভাস দিচ্ছে যে, এখনই যদি সতর্ক না হওয়া যায় তবে আমরা হয়তো আর বেশিদিন এমন দাবি করার নৈতিক অধিকার হারাব।

○ শিক্ষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
salah.sakender@gmail.com